গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ।
www.lawjusticediv.gov.bd

নৈতিকতা কমিটির কার্যবিবরণী।

তারিখ ঃ ২৭/১২/২০২১ খ্রিঃ
সময় ঃ ৩.০০ ঘটিকা
স্থান ঃ সভাকক্ষ, আইন ও বিচার বিভাগ।
আয়োজনে ঃ নৈতিকতা কমিটি, আইন ও বিচার বিভাগ।

আজ ২৭/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের সভা কক্ষে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের নৈতিকতা কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সভাপতি ও মাননীয় সচিব জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট জনাব উম্মে কুলসুম সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিগত ১১ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ইস্যুকৃত পরিপত্রে উল্লিখিত নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে উল্লেখ করেন। উক্ত পরিপত্র অনুযায়ী এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির কার্যবিবরণী হচ্ছে ঃ-

(১) আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ;
(২) বিদ্যমান অন্তরায় দূরীকরণে সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
(৩) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাদের উপর ন্যস্ত থাকবে, তা নির্ধারণ; এবং
(৪) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

তিনি আরও উল্লেখ করেন ঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সুশাসন সংক্রান্ত স্টেকহোল্ডার সভা ইতোমধ্যে রেজিস্ট্রেশন কমপ্লেক্স, ঢাকা ও জেলাজজ আদালত কুমিল্লা ও নরসিংদীতে আয়োজন করা হয়। উক্ত তিনটি সভায় নিবন্ধন অধিদপ্তর, মামলা ব্যবস্থাপনা ও বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, সিটিজেন চার্টার, তথ্য অধিকার আইন এবং জাতীয় আইনগত সহায়তা কার্যক্রম এর বিষয়ে উপস্থিত অংশীজন ও সেবা গ্রহিতাদের সংগে মতবিনিময় করা হয়। যা সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চার জন্য অনুসরণীয়। বর্ণিত অংশীজন সভায় আলোচিত বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

- ইতোমধ্যে প্রত্যেকটি জেলায় লিগ্যাল এইড অফিসে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন কমপ্লেক্স ঢাকাসহ অন্য ৬০(ষাট)টি জেলায় সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসসমূহে সাধারণ জনগণের জন্য দৃশ্যমানস্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে।

- প্রত্যেক লিগ্যাল এইড অফিসে অভিযোগ ও মতামত প্রদানের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করা হচ্ছে। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সেবা গ্রহিতাগণের পরামর্শ অনুযায়ী জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির মাসিক সমন্বয় সভায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। উক্তরূপে উদ্ভূত সমস্যা নিরসন করা হচ্ছে।

- নিবন্ধন অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত প্রত্যেক জেলায় জেলা-রেজিষ্ট্রি ও সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে অভিযোগ ও মতামত বাক্স প্রদানের মাধ্যমে নাগরিকদের প্রদত্ত মতামত ও অভিযোগের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে অংশীজন সভায় এ বিষয়টি উত্থাপন করে মহা-পরিদর্শক নিবন্ধনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে উল্লিখিত বিচার বিভাগের করণীয় অংশে অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে, মামলাজট নিরসন ও বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি। বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এ বিভাগের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকা বাঞ্ছনীয়। উক্ত উদ্দেশ্যপূরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আইন ও বিচার বিভাগ মামলা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটির সদস্যগণ সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধি প্রণয়ন করে মামলাজট নিরসনের কার্যকরী পন্থা উদ্ভাবনের জন্য ইতোমধ্যে ০৫(পাঁচ)টি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করেছে। উক্ত সভার মধ্যে দুটি সভা কুমিল্লা ও নরসিংদী জেলার অংশীজনদের সংগে, একটি সভা বিচারকার্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সদস্যদের সংগে ও দুটি সভা জাইকা ও জিআইজেড এর প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণিত অংশীজন সভায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার বিদ্যমান সমস্যাসমূহ এবং উক্ত সমস্যা হতে উত্তরণের উপায় নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

- সভায় উপস্থিত উপ-সচিব (প্রশাসন-১), জনাব মোঃ শেখ গোলাম মাহবুব তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, বিদ্যমান মামলাসমূহ কার্যকরী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এবং নতুন মামলা দায়েরের হার হ্রাস করার মাধ্যমে মামলাজট নিরসন সম্ভব। পাশাপাশি বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বিদ্যমান মামলার সংখ্যা হ্রাস করা যেতে পারে। ডিলাক অফিসারগণ প্রিকেইস-ম্যানেজম্যান্ট এর মাধ্যমে মামলা দায়েরের পূর্বে বিরোধ নিষ্পত্তি করে নতুন মামলার সংখ্যা হ্রাস করতে পারে।

জনাব শেখ হুমায়ুন কবির, উপ-সচিব বাজেট তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, লিগ্যাল এইড কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উক্ত সেবার গুনগতমান বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সেই লক্ষ্যে লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের সাথে জড়িত প্যানেল আইনজীবী, সহায়ক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সেবাগ্রহিতাগণের কোন অভিযোগ আছে কিনা এ বিষয়ে মতামত গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্ণিতরূপে সেবাগ্রহিতাগণের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে আইনী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে মাসিক সমন্বয় সভায় বিষয়সমূহ নিয়মিত মনিটরিং করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে জনাব উম্মে কুলসুম সভাকে অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যে নিবন্ধন অধিদপ্তর, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এবং বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট তাদের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে। তাদের কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে যাতে শুদ্ধাচার কৌশলের যথার্থ প্রতিফলন হয়, তাতে যথাযথভাবে ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে। প্রদত্ত ফিডব্যাকের ভিত্তিতে উক্ত সংস্থাসমূহ তাদের কর্মপরিকল্পনা সংশোধন করেছে। একইরূপে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ফিডব্যাকের আলোকে এই বিভাগের কর্মপরিকল্পনার দফা ৩-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রমে পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। যাতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র অনুযায়ী বিচার বিভাগের কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে।

মাননীয় সভাপতি, তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, শুদ্ধাচার সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম অনুসঙ্গ। প্রতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার চর্চার ক্ষেত্রে এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত সেবাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সেবাগ্রহীতাদের উপযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। তাছাড়া সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বল্প ব্যয়ে ও খরচে কিভাবে সেবার মান উন্নত করা যায়, তার জন্য আমাদের প্রতিনিয়ত কাজ করে যেতে হবে। আইনী সেবাগ্রহিতা, বিচারপ্রার্থী জনগণ, নিবন্ধন অধিদপ্তর হতে সেবাগ্রহণকারী নাগরিকগণকে সহজে ও দ্রুততম সময়ে উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আমাদের সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করতে হবে। তিনি প্রতিনিয়ত চর্চার মাধ্যমে পেশাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানান।

সভার আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয় ঃ

১। শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল পত্রের কার্যক্রমের প্রতিফলনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের শুদ্ধাচার ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত ফিডব্যাক অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনার ০৩নং দফার কার্যক্রমে পরিবর্তন আনতে হবে।

২। মামলাজট নিরসনের লক্ষ্যে মামলা ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী সুপারিশ প্রণয়ন করবে। উক্ত সুপারিশ-এর আলোকে প্রয়োজনীয় করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

৩। প্রতিটি নাগরিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টারে সকল তথ্য হালনাগাদ রাখতে হবে।

৪। বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই বিভাগ কর্তৃক একটি মেডিয়েশন হ্যান্ডবুক প্রণয়ন করে জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কর্মকর্তা ও বিচারকদের মধ্যে বিতরণ করার লক্ষ্যে মামলা ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২৭/১২/২০২১

(মোঃ গোলাম সারওয়ার)
সচিব
ও
নৈতিকতা কমিটি
আইন ও বিচার বিভাগ।